পাঠা বলিতে মেতে উঠেছে হিন্দু সম্প্রদায়

হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্যতম একটি পূজা হলো সিদ্ধেশ্বরী পূঁজা। ।হিন্দু সম্প্রদায়ের হাজারও নারী পুরুষ মেতে উঠেছেন পূঁজা উদযাপনে। শুধু মেহেরপুর নয়, এ সম্প্রদায়ের নানা বয়সী নারী পুরুষ এসেছেন পার্শ্ববর্তি বিভিন্ন জেলা থেকে।

আজ রবিবার (১৫ মে) মেহেরপুরের ঐতিহ্যবাহী বড়বাজার সিদ্ধেশ্বরী কালী মন্দির প্রাঙ্গণে দিনব্যাপী এ সিদ্ধেশ্বরী পূজা ও মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

এটি মূলত মান্নত পূরণের জন্য পাঠা বলির পূঁজা বলে জানালেন গাংনী থেকে আসা শ্রী লালন কুমার দাশ।

মেহেরপুর জেলাসহ দেশের বিভিন্ন স্থান বিশেষ করে চুয়াডাঙ্গায়, কুষ্টিয়া, যশোর, মাগুরা ঝিনাইদহ থেকে এসছেন তারা।

চুয়াডাঙ্গা থেকে আসা সাগর মন্ডল, চঞ্চল ও আকাশ জানান, এটি একটি ঐতিহ্যবাহি ধর্মীয় উৎসব এবং উৎসব উপলক্ষে দিনব্যাপি মেলা। মেলায় অনেক ঘুরেছি। ভাল লাগছে এখানে এসে।

মেহেরপুর সদর উপজেলার বারাদী গ্রামের ইন্দ্রজিৎ হালদার জানালেন, ছোট মেয়ে সূচনার জন্য মান্নত করেছিলাম। আমার পরিবারের সবাই এসেছি এখানে। পাঠা বলি দিয়েছি। পুরোহিতের কাছে পাঠা দিয়ে পুঁজা সম্পন্ন করে এখন মেলার বিভিন্ন স্থান ঘুরছি।

গাংনী উপজেলার নিত্যনন্দপুর গ্রাম থেকে আসা পদ্দা হালদার বলেন, আমার ছেলে শ্রী মনজোনের চোখে সমস্যা আছে। তাই তার জন্য মান্নত করেছি। আমরা সন্ধ্যা হালদার ও পদ্দা হালদারের সাথে এসছি।

গাংনী থানার চাঁদপুরের মহল দাস বলেন,করোণার কারণে গত দুই বছর এই সিদ্ধেশরী পূজাঁ বন্ধ ছিল। এবছর জাঁকজমক ভাবেই পূজাঁ ও মেলা হচ্ছে। আমরা পরিবারের সাথে ঘোরাঘুরির আর পূজা দেখার জন্যই এসেছি।

দৌলতপুর থেকে আসা শ্রী স্বাধীন কুমার বলেন, গত দু বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। আগের বছরগুলোতে মেলায় প্রচুর মানুষজন আসতো। এবছর

মেলা ও পুজাঁ এক সাথে হলেও আগের মতো মেলার সেই জৌলুস আর নেই।

মেহেরপুর সিদ্ধেশরী কালি মন্দীরের পুরোহিত তপন ব্যনার্জি জানালেন, সিদ্ধেশরী পুজাঁ উপলক্ষে হিন্দু সম্প্রদায়ের জন্য এটা একটি উৎসবও বটে। মেহেরপুর জেলার হিন্দু সম্প্রদায়ই নয় এ জেলার আশে পাশের জেলাগুলো থেকে শত শত মানুষ আসেন এ উৎসবে।

বিভিন্ন রোগ ভোগের কারণে ঠাকুরের কাছে মান্নত করেন। তারা ঠাকুরের উদ্যেশ্যে পাঠা বলি দিয়ে থাকেন। অন্যান্য বছরে আমাদের পাশের দেশ ভারত থেকেও অনেক ভক্তগণ আসতেন। করোণার কারনে গত দুই বছর মেলাটি বন্ধ ছিল। এবছর আবারও শুরু করা হয়েছে।